34

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... FEB. 1 4. 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৮ .....

গোলটেবিল আলোচনায় মন্তব্য

প্রশাসন সংস্কারের জন্য চাই ঐকমত্য, সদিচ্ছা

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

'জনপ্রশাসনের সংস্কার কোন্ পথে' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় বক্তারা বাংলাদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থার সংস্কার ও জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য রাজনৈতিক ঐকমত্য, সদিচ্ছা এবং প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ করার পরামর্শ দিয়েছেন।

'প্রথম আলো'র আয়োজনে গতকাল শেরাটন হোটেলে দিনব্যাপী এ গোলটেবিলে মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, বর্তমান ও সাবেক সচিব, শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ আলোচনা করেন। সকাল ১০টা থেকে বিকেল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত দুটি অধিবেশনে এ বৈঠকে প্রধান অতিথি ছিলেন যথাক্রমে শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক এবং অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়া। আলোচনা করেন গণফোরামের সভাপতি ডঃ কামাল হোসেন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের চেয়ারম্যান এটিএম শামসুল হক, সংসদ সদস্য এস এম আকরাম, সংসদ সদস্য শামসুল ইসলাম, এডভোকেট ফজলে রাব্বী, সাবেক অর্থমন্ত্রী এ এম এ মুহিত, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ডঃ এস এ সামাদ, অধ্যাপক মোহাব্বত খান, অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান আবদুল মুয়ীদ চৌধুরী, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সদস্য সচিব আল আমীন চৌধুরী, বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর ইব্রাহিম খালিদ, মেট্রোপলিটন চেম্বারের সভাপতি মাহবুব জামিল, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান মেনন, বৃটিশ কাউন্সিল-এর জেণ্ডার এণ্ড গভর্নেন্স এডভাইজার ফারাহ কবীর, সাবেক সচিব নূর উন-নবী চৌধুরী, বিশ্বব্যাংকের ডঃ সুব্রত শংকর ধর প্রমুখ। সূচনা বক্তব্য পাঠ ও বৈঠক পরিচালনা করেন 'প্রথম আলো'র সম্পাদক মতিউর রহমান।

শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক বলেন, রাজনীতিক, আইনজীবী, বুদ্ধিজীবীসহ সকল শ্রেণীর সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কোন ভাল কাজ হচ্ছে না। এর একমাত্র কারণ রাজনৈতিক ঐকমত্যের অভাব। তিনি বলেন, সরকার বলতে শুধু সচিবালয় বা মন্ত্রণালয় নয়, প্রশাসনের প্রতিটি স্তরকে বোঝায়। তাই প্রশাসনেই দক্ষ লোক দরকার। এ জন্য প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ দরকার। তিনি প্রাদেশিক সরকার ব্যবস্থার ব্যাপারেও মতামত দেন।

অর্থমন্ত্রী এস এ এম এস কিবরিয়া বলেন, জনপ্রশাসন সরকারের ব্যাপারে সরকারের সদিচ্ছার অভাব নেই। এ জন্য কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তবে এ জন্য প্রয়োজন সকল মহলের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন।

ডঃ কামাল হোসেন বলেন, আমরা শাসনব্যবস্থার গভীর সংকটে পড়েছি। সংসদ পড়ে রয়েছে অকার্যকর অবস্থায়। মন্ত্রী-এমপিদের কাছে এর জবাব চাইলেও পাওয়া যায় না। আমাদের রাজনীতি এখন রোগাক্রান্ত। প্রশাসন ব্যবস্থা দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে-এর সংস্কার আবশ্যক। শুধু তাই নয়, প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণও আবশ্যক। এ জন্য সচেতন নাগরিকদের ঐকমত্য প্রয়োজন।

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব ডঃ এস এ সামাদ বলেন, বাংলাদেশে সবকিছুর জন্যই আইন রয়েছে কিন্তু তার প্রয়োগ নেই। তিনি জনগণের ক্ষমতায়ন ও জনপ্রশাসনের সংস্কারের জন্য প্রাদেশিক সরকার গঠনের পরামর্শ দেন।

সংসদ সদস্য এস এম আকরাম বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্যের অভাব রয়েছে। কিন্তু জনগণের কিছু কিছু মৌলিক অধিকারের ব্যাপারে সরকারের সিদ্ধান্তের সঙ্গে ঐকমত্য থাকা উচিত।

সংসদ সদস্য শামসুল ইসলাম বলেন, দেশের সরকার ও রাজনীতিকরা আমলাদের উপর নির্ভরশীল। তিনি জনপ্রশাসনের সংস্কারের জন্য মন্ত্রণালয়, সচিবালয় থেকে শুরু করে জেলা পর্যায়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থার সংস্কারের কথা বলেন।

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিটির চেয়ারম্যান এটিএম শামসুল হক বলেন, প্রশাসনিক সংকট শুধু সরকারের নয়, এটি একটি জাতীয় সংকট। প্রশাসনে সবচেয়ে বড় রীতি হচ্ছে তদ্‌বির। তিনি বলেন, এ সমস্যা দূর হলে দেশের শতকরা ৫০ ভাগ সমস্যার আপনা-আপনি সমাধান হয়ে যাবে।

সংসদ সদস্য এডভোকেট ফজলে রাব্বি বলেন, যারা রাজনীতি করে তারা অন্য কোন রাজনৈতিক দলকে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ মনে করে না, মনে করে রাজনৈতিক শত্রু। রাজনীতিবিদ ও আমলাদের মধ্যে রয়েছে মতপার্থক্য।

রাশেদ খান মেনন বলেন, আমাদের রাজনীতি 'মাসলম্যান' এবং 'কালো টাকা' দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। দেই দেই করেও গত আড়াই বছর ধরে বর্তমান সরকার রেডিও, টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসন দিতে পারেনি। জাতীয় সংসদের মধ্যেই ২৯ জন রয়েছে ঋণখেলাপি; যার মধ্যে ১৭ জন বিরোধীদলের, ১২ জন সরকারি দলের। এছাড়া ১৭ জন রয়েছে 'ক্রিমিনাল'।

মুনতাসীর মামুন বলেন, জনগণের কল্যাণে আমলা ও রাজনীতিকদের দ্বারা কোন বড় কাজ সম্ভব নয়। কারণ তারা কেউ-ই অন্য কারো স্বার্থে আঘাত করতে চায় না। যারাই ক্ষমতায় যায় তারাই আমলাদের সঙ্গে কাজ করতে চায়।